স্বাবলম্বী। কেন, এর মধ্যে তো অনেক বঙ্গমস্তান, সরি বঙ্গসন্তান তোমার টাচে এসেছে।

চুমকি। এসেছে, কিন্তু তারপরেই ডিটাচ্ হয়ে গেছে।

স্বাবলম্বী। রেড্ সিগন্যালটা কোথায়?

চুমকি। তোমার শ্যালিকা—এই পরিচয়ই যথেষ্ট। মধ্যবিত্ত শৃগাল—ওদের কাছে তাড়াতাড়ি আঙ্গুর ফল টকে যায়। ওদের আর দোষ কি বলো, একে তুমি বড়লোক, তার ওপর তুমি নাকি এক-সময় বেশ নামকরা বঙ্গমস্তান, সরি, বঙ্গসন্তান ছিলে!

স্বাবলম্বী। হ্যাঁ—ঐটুকুই অ্যাসেট।

চুমকি। তুমি তো জানই জামাইবাবু, আমাকে যদি রিসার্চ শেষ করতে হয়—এমন সুযোগ হাতছাড়া করা সম্ভব নয়।

স্বাবলম্বী। তাইতো! এ বড়ো দুঃসংবাদ—

চুমকি। না—আ—

স্বাবলম্বী। বেশ, অভিনয় করতে চাইছো করো—কিন্তু ফলস্ প্রেম করতে গিয়ে ফলস্ পোজিশনে পড়লে আমার কাছে লুকিও না যেন।

চুমকি। আরে নাঃ। তোমার শ্যালিকা একাই সব ম্যানেজ করে নেবে।

[চুমকির প্রস্থানোদ্যত। ইত্যাদির প্রবেশ]

ইত্যাদি। কী! অত রসগোল্লার মত ডগমগ হয়ে যাচ্ছো কোথায়?

স্বাবলম্বী। চুমকি, একটু দাঁড়িয়ে যাও।

[চুমকি জামাইবাবুর কথামতো দাঁড়িয়ে যায়।]

শ্যালিকা একটা বায়না ধরেছে ইত্যাদি।

ইত্যাদি। ভালোই তো।···সিমলা না সাঁত্রাগাছি কোথায় বেড়াতে যাবে?

চুমকি। না কাকু, আমি তোমাদের সঙ্গে নাটক করবো।

ইত্যাদি। তাই নাকি! না না, এতো ভালো কথা নয়—খাওয়া দাওয়া করো, বেড়িয়ে বেড়াও—নাটক ফাটক কোরো না।

চুমকি। সব্বাই সমান।

[চুমকির প্রস্থান]

ইত্যাদি। দ্যাখো দেখি মেয়ের কাণ্ড! যাক্গে শোনো—আমার নাটকের হিরো শ্রীমান আনন্দবাজার দু'বেলা ভবানীপুর শ্যামবাজার করছে। নায়িকার কোন খোঁজখবর পেলে?

স্বাবলম্বী। চুমকি যখন করবে বলছে—

ইত্যাদি। দুর—ও তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করেছে।

স্বাবলম্বী। না, ওকে মনে হলো ফিউরিয়াস—সিরিয়াস।

ইত্যাদি। বলছো? বেশ, দেখা যাক্ কী হয়! কিন্তু কঙ্কনদেশের ব্রাহ্মণের চরিত্রটি কে করবে—কি যেন নাম বলেছিলে এক-জনের?

স্বাবলম্বী। চন্দ্রবদন রায়।

ইত্যাদি। আজ কালের মধ্যে তিনি আসেন ভালো। তা নাহলে, আমার দোকানে যে নতুন ছেলেটি এসেছে—ওকে দিয়ে করিয়ে নেবো—ভালো আলুর দম তৈরী করে।

স্বাবলম্বী। তাই নাকি?

ইত্যাদি। তোমাকে একদিন খাওয়াব—এখন চলি—দোকানটা ফাঁকা পড়ে আছে।

[ইত্যাদি চলে যায়। চন্দ্রবদনের চকিত প্রবেশ। সে যে একটি কানে শুনতে পায় না—এ তথ্য কাউকে জানতে দিতে রাজী নয়।]

চন্দ্রবদন। হাঃ হাঃ, আমি আসিয়া গিয়াছি। কী, চমকিত হইলেন, কিন্তু পুলকিত হইলেন না? আমি চন্দ্রবদন।

স্বাবলম্বী। ও, আপনিই—?

চন্দ্রবদন। চন্দ্রবদন। পিতা সূর্যবদন, পিতামহ নক্ষত্রবদন, প্রপিতামহ—

স্বাবলম্বী। দগ্ধবদন।

চন্দ্রবদন। যথার্থ।

স্বাবলম্বী। বসুন।···যেদিন আপনার রিভিউ—মানে ইন্টারভিউ ছিল, সেদিন আসেননি কেন?

চন্দ্রবদন। দেখুন, দুষ্ট লোকে আপনার কর্ণে নানা রকম বিষ প্রদান করিবে। যেমন প্রথমেই বলিবে—আমি নাকি বাম কর্ণে শ্রবণে অক্ষম—আপনি কিন্তু গুজবে কর্ণ স্থাপনা করিবেন না।

স্বাবলম্বী। না-না, আমি জানতে চাইছি সেদিন কি বিশেষ কোন কাজে আটকে পড়েছিলেন?

চন্দ্রবদন। ফাটকে! ফাটকে যাইবো কোন্ দুঃখে? আমিই কত লোককে ফাটকে প্রেরণ করিয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই।

স্বাবলম্বী। আপনি কানে শুনতে পান না, একথা তো আগে জানান নি?

চন্দ্রবদন। একথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করে। আমাদের আদি নিবাস ছিল কনৌজের প্রত্যন্ত প্রদেশে। একদা বল্লাল সেন আমাদিগকে বঙ্গদেশে আনয়ন করিলেন।

স্বাবলম্বী। চা খাবেন?

চন্দ্রবদন। না—এখন আর গমন করিবার মত কোন স্থান নাই। এইখানেই কিঞ্চিৎ অবস্থান করিব।

স্বাবলম্বী। আপনি বর্তমানে কি করেন?

চন্দ্রবদন। এ্যাঁ!

স্বাবলম্বী। বর্তমানে কী করেন?

চন্দ্রবদন। নরেন? তাহাকে আপনি চিনিলেন কী করিয়া?

স্বাবলম্বী। তোমার মাথায় করিয়া।

চন্দ্রবদন। যথার্থ। সে কিন্তু এই ব্যাপারে আমাকে কোনরূপ ইঙ্গিত প্রদান করে নাই। অথচ আমরা দুইজন পরম বন্ধু।

স্বাবলম্বী। এই হয় মশায়। তা নাহলে আমার কপালে আপনার মত কালা শিল্পী জুটবে কি করে!

চন্দ্রবদন। মহাশয়, এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন এমনিতেই দুঃখময়। অতঃপর অতিরিক্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া আপনার মহৎ জীবনকে ভারাক্রান্ত করিবেন না। আমার কথাই ধরুন—আমার জন্ম ব্রাহ্মণ পরিবারে, কর্মজীবন মিলিটারিতে, ভালোবাসা সকল নারীর প্রতি—ক্রোধ যতসব নরের প্রতি। অনেক গণ্ডমূর্খ এই লইয়া রঙ্গতামাসা করে। আমি নাকি একটা বিকৃতমস্তিষ্ক জীব!

স্বাবলম্বী। তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চন্দ্রবদন। তাহা না হইলে বিংশশতাব্দীর মানুষ হইয়া কেহ শুদ্ধ বাংলায় কথা কহিতে পারে। অথচ তাহারা বুঝিতে পারে না—যাহাদের যাহা কিছু উত্তম তাহা গ্রহণ করিবার মধ্যে অগৌরবে কিছু নাই। আপনি কী মন্তব্য প্রকাশ করেন?

স্বাবলম্বী। আপনি যদি শুনতে পেতেন—তাহলে না হয় বলতাম।

চন্দ্রবদন। বুদ্ধিমানের পক্ষে এই মন্তব্যই সমীচীন।

স্বাবলম্বী। আচ্ছা, আপনাকে হঠাৎ অভিনয় রোগে ধরলো কেন?

চন্দ্রবদন। মহাশয়, ঐ একটি ব্যাপার মরিলেও বর্জন করিতে পারিব না। সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতে পারিলেই ভালো হইত। কিন্তু অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া, মোটামুটি শুদ্ধ বাংলায় বাক্যালাপ করিয়া থাকি।...আপনি কী মন্তব্য প্রকাশ করেন?

স্বাবলম্বী। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

চন্দ্রবদন। তাই বলিয়া ইহাই প্রমাণিত হইল না আমি ইংরাজি অথবা হিন্দী কিছুই শিখি নাই—সমস্তই শিখিয়াছি। শিখিয়াছি বলিয়া নব্যবাবুদের মত যত্রতত্র গর্বভরে উদ্‌গীরণ করিব—ইহা উচিত বিবেচনা করি না।

স্বাবলম্বী। বটেই তো। তা এখান থেকে কখন বিদায় হবেন?

চন্দ্রবদন। হ্যাঁ করিয়াছি।

স্বাবলম্বী। কী করেছেন?

চন্দ্রবদন। প্রথম যুগে বহু সংস্কৃত নাটকে অবতরণ করিয়াছি। একবার মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানম্ শকুন্তলম্' নাটকে প্রিয়ংবদার চরিত্রেও অভিনয় করিয়াছি।...আপনি কি কোনরূপ অস্বস্তি বোধ করিতেছেন? ..আহা—সেই তপোবন, সেই হরিণশিশু, বৃক্ষাদিপরিপূর্ণ মালিনীনদীর তটোপ্রান্ত—সর্বোপরি সখী শকুন্তলা—আহা, কী স্বর্গীয় সুষমা!

স্বাবলম্বী। হ্যাঁ—এখনো আপনার গা দিয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে।

চন্দ্রবদন। যথার্থ।

স্বাবলম্বী। উঠুন না, অনেক তো হলো!

চন্দ্রবদন। হ্যাঁ—বয়স হইল চল্লিশ। দেখিয়া মনে করিবেন বত্রিশ কি তেত্রিশ!

স্বাবলম্বী। কি ঝকমারি রে বাবা! এখন ওঠা যাক্—কাল সন্ধ্যেবেলা আবার দেখা হবে। এই কালাকে নিয়ে তো আচ্ছা জ্বালায় পড়লাম।

চন্দ্রবদন। নিশ্চয়—কল্য অবশ্যই সাক্ষাৎ হইবে। অদ্য তাহার ভূমিকা করিলাম মাত্র।

স্বাবলম্বী। এই যদি ভূমিকা হয় তাহলে আসল বস্তুটি কী! আমি বাঁচবো তো?

চন্দ্রবদন। উহা মানসিক দুর্বলতা—চিন্তা করিবেন না। একটু যদি কফি পান করাইতেন?

স্বাবলম্বী। ও বাবা, এ আবার কফি চায় যে!

[সহসা ইত্যাদির প্রবেশ।]

ইত্যাদি। দ্যাখো সাবু—আমি ভেবে দেখলাম ওই চন্দ্রবদনের আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। এঁকে তো চিনতে পারলাম না!

চন্দ্রবদন। যদিচ আমার বদন চন্দ্রের মতন নহে, তথাপি আপামর জনসাধারণ আমাকে চন্দ্রবদন রায় বি. এ. কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ বলিয়া জানিয়া থাকেন।

স্বাবলম্বী। ভদ্রলোক কানে শুনতে পান না।

ইত্যাদি। একেবারেই শুনতে পান না?

চন্দ্রবদন। শত্রুপক্ষে রটনা করিয়াছে বুঝি? প্রবেশমুহূর্তে আপনাকে

বলি নাই—কেহ কেহ প্রচার করিতেছে আমি নাকি বামকর্ণে শ্রবণে অক্ষম—আপনারা গুজবে কর্ণপাত করিবেন না।

ইত্যাদি। না—না, আমাদের কি আর সে বয়েস আছে?...তাহলে আমি আসি?

চন্দ্রবদন। একবার বক্ষপটে মিলিত হইবেন না?

ইত্যাদি। হবেখন। একবার যখন এসে পড়েছেন বহুবার মিলিত হওয়া যাবে। চলি।

[প্রস্থান]

চন্দ্রবদন। এইবার আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, প্রস্থান করি। আমাকে একবার ত্বর্মুখ নাট্যকেন্দ্রে যাইতে হইবে—তথায় আমি একটি নৃত্যনাট্য পরিচালনা করিতেছি।

স্বাবলম্বী। রোগী বাঁচলে হয়?

চন্দ্রবদন। যথার্থ।...তাহা হইলে স্মরণে রাখিবেন—আমি চন্দ্রবদন, পিতা সূর্যবদন, পিতামহ নক্ষত্রবদন—

স্বাবলম্বী। থাক্—মুখস্থ হয়ে গেছে।

[এরপর প্রস্থানোদ্যত চন্দ্রবদনের পিছনে স্বাবলম্বীও যায়—হঠাৎ চন্দ্রবদন ঘুরে দাঁড়ায়, স্যালুট করে—'সাবধান।' চন্দ্রবদন চলে যায়। স্বাবলম্বী দারুণভাবে চমকে ওঠে।]

ওরে বাবা! এই কে আছিস—এক গ্লাস মণ্ডা জল, না ঠাণ্ডা জল নিয়ে আয়।

[আলো নেভে।]

হঠাৎ, লটকা, জুলফি, অনন্ত, ইত্যাদি, স্বাবলম্বী, রোমিও, আনন্দ, চুমকি

● তৃতীয় দৃশ্য ●

[মহলাকক্ষ]

[হঠাৎ একা নিজের পার্ট তৈরী করছে। এমন সময় কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে লটকা, জুলফি।]

লটকা। তবু লাক্ ভালো, আগের ক্লাবগুলোতে যা-সব হিরোইন দেখেছি—এক একটি চোঙ্গা। আর গুরু আমদানি করেছে কেমন শ্লা চকাচক।

জুলফি। নামটা কি বে—চুমকি চ্যাটার্জি—

লটকা। আহা—দিল্ পাংচার করে দেয় মাইরি!

জুলফি। শুধু ঐজন্যেই রিহার্সালটা জমে। দিল্ দিয়া দর্দ লিয়া।

লটকা। লেকিন দিল্ দেনেওলা মাল যে ক্যাপ্চার করবে সে শ্লা গোকুলে বাড়ছে।

হঠাৎ। আনন্দবাজারের কথা বলছিস?

লটকা। ইয়েস বস্।

হঠাৎ। প্রয়োজন হলে আমি একাই ওকে টালার ট্যাংকে ফেলে

দিয়ে আসবো। আর একা যদি না পারি, তোরা তো আছিস—চাঁদে হাত দিতে যাওয়ার আশা সমূলে বিনাশ করে দিবি।

জুলফি। নট্ অনলি আনন্দবাজার। ওই যে কালো লোকটা বে—ও' আর এক হারামজাদা—সবসময় আমাদের পিছনে পিছনে ঘুরছে—শ্লা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বাচ্চা।

লটকা। আর তো-তো উত্তমবাক? ওই শালাই বা কম কী! চুমকির গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলে যেন ওর শ্বশুরের মাল।

হঠাৎ। হুঁ—আমার হয়েছে বিপদ! খোদার এই আজব সৃষ্টিটাকে ঠিক সমঝে উঠতে পারলাম না। যে পথ ধরেই হাঁটা শুরু করি শেষে পৌঁছে দেখি পুরো ব্ল্যাক আউট্।

জুলফি। তুমি কিছু চিন্তা কোরো না বস্—আমরা শ্লা তোমাকে কিং করে ছেড়ে দোবো—কেউ কোনরকম কিচাইন করলে একেবারে ফুটিয়ে দোবো।

লটকা। আমাদের দু'জনকে শংকর ভগবানের বাচ্চা এক করে রেখেছে—শ্লা আমাদের বাপও নেই ··মা'ও নেই! এই জুলফি—তোর ঝিংকুর কি খবর?

জুলফি। সীমান্তে কঠিন পাহারা।

লটকা। তাতেই হাল ছেড়ে দিলি? নিয়ে কাট্ মারলেই পারতিস?

জুলফি। খাওয়াবো কি বে? টিয়াপাখিকে অন্যের খাঁচায় ছোলা খাওয়ানোই ভালো—দেখবি বারো উমরকি লেড়কী যে অ্যাংগেলে কথা বলছে শ্লা চল্লিশও সেই ট্র্যাংগেল্ তৈরী করছে।

লটকা। শ্লা সব জলাতংক।

[অতএব দ্রুত প্রবেশ করে।]

অতএব। কারা জলাতংক তরফদার?

লটকা। কারা আবার! যারা আমাদের চলার পথে কাঁটা!

অতএব। বাঃ, খুব সুন্দর কথা বলেছো তো? টোল্ড ভেরি গুড্!

লটকা। আমরা যা বলবো, যা করবো—এক একটি পেনাল্টি শট্।

[ওরা এক সংগে বলে লাথি মারার ভঙ্গী করে।]

অতএব। এ্যাঁ? হ্যাঁ। আজকের দিনে এইরকম যুবক দরকার। সাচ্ ইয়ংম্যান নীড্ টু ড্যে। আমি তাই তোমাদের ওপর ভরসা রাখি। আই কীপ্ হোপ্। যাক্‌গে শোনো—আর তো দেরী করলে চলছে না। এই কাগজটা নাও—একটা পোস্টার করাতে হবে।

লটকা। ইস্‌মে কেয়া হ্যায় গুরু?

অতএব। পড়ে দেখ। সী রিডিং।

লটকা। (কাগজটা নিয়ে পড়তে থাকে) 'তাসের ঘর' নাট্যসংস্থার প্রথম এবং অনবদ্য প্রচেষ্টা প্রবীণ নাট্যকার ইত্যাদি ব্যানার্জীর, যে প্রেম মুড়ি মুড়কির মত বাজারে। পরিচালনায় বাংলার যশস্বী নট শ্রী অতএব সান্যাল।··· প্রযোজনায় শ্রীস্বাবলম্বী ঘোষ।··· অভিনয়ে—আরে এ কোন্ বে! আনন্দবাজারের নাম সবার ওপরে! ওসব চলবে না গুরু—সব কেস শ্লা কিচাইন হয়ে যাবে।

অতএব। প্রচারের ভার তো, তোমার আর জুলফির ওপরেই আছে—পাব্‌লিসিটি অন্ ইউ এ্যাণ্ড জুলফি—তোমরা যা ভালো বুঝবে তাই করবে।

জুলফি। ইয়ে হুয়ি না বাৎ। লটকা বসের নামটা টপে তুলে দে।

হঠাৎ। কোনো দরকার নেই। যদি ক্ষমতা থাকে আমি ওকে

অক্লেশে ওখান থেকে নামিয়ে এনে নীচে ফেলে রাখবো—যেখান থেকে উঠে আর কোনদিন ঐ মানবপুত্রকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে না।

অতএব। আমি একটু ঘুরে আসি। জাস্ট মুভিং কামিং।… ইয়ে, তোমাদের পার্ট সব মুখস্থ হয়ে গেছে তো?

হঠাৎ। লাইন বাই লাইন মিলিয়ে নেবে। যেমনটি দেখিয়ে দিয়েছ, তেমনটি জলের মত বলে যাবো। তুমি শুধু ঐ কালা আদমীটাকে তৈরী কর—ও-ই সকলকে ডোবাবে।

অতএব। কালা আদমী আবার কে এলো? এখানে তো সবাই কালো—হিয়ার ইজ অল্ ব্ল্যাক।

জুলফি। এ-কালা সে-কালা নয়। আমাদের চন্দ্রবদন রায়—গ্রেট্ কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ।

লটকা। ব্যাটা দিগ্‌গজ—সাধুভাষা ছাড়া কথা বলে না—ঐসব লোককে মারতে হয় জোড়া লাথি পেটে লক্ষ্য করে, শ্লা কোঁৎ করে আওয়াজ করেই চুপ করে বসে যাবে।

অতএব। এটা কিন্তু ভালো নয়। নট্ গুড্। তোমাদের চেয়ে বয়সে বড়ো—শুনলে দুঃখ পাবে, ইফ্ হিয়ার গেট্ সরো।

লটকা। কেন বেগোরবাঁই বাৎ ছাড়ছো দাদা—চাঁদটিকে যদি জানতে, তাহলে আর মেজাজ খারাপ করতে না?

জুলফি। বয়স তো ফরটি আপ্—আর কেন বাবা ঘোড়া রোগ! আমরা শ্লা একটু চান্স নেবো না?

অতএব। কি ব্যাপার হঠাৎ! চন্দ্রবদনবাবু এদের কি করেছে বলতে পারো? চন্দ্রবদন ডিড্ হোয়াট?

হঠাৎ। কিসব এনার্জি-ঘটিত কথাবার্তা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তবে এইটুকু দিবালোকের মত পরিচ্ছন্ন মহারাজ, ঐ বিদূষকই আমাদের প্রত্যেকের কাজের বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অতএব। সত্যি—এরকম যদি হয় খুব খারাপ, ভেরি ডেঞ্জারাস। তোমরা নিশ্চয় ক্ষমা করবে না—নট্ উইল্ এক্সকিউজ্।

হঠাৎ। দাদা—তুমি কিছু চিন্তা করবে না। আমি যদি শৈশবে মাতৃস্তন্য পান করে থাকি তবে এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব আমি রক্ষা করবোই।

লটকা। যে শ্লা এখানে খাপ খুলতে আসবে—তাকেই ধোলাই দিয়ে পোস্টার করে ছেড়ে দোবো।

অতএব। হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেটাই হবে উচিত সাজা।…না-না এ অন্যায়। প্রেম কর ঘরে কর, এখানে কেন! এটা কি বৃন্দাবন?

[যেমন দ্রুত অতএব প্রস্থান করে তেমনি দ্রুত ইত্যাদি প্রবেশ করে।]

ইত্যাদি। আনন্দ কোথায় আনন্দ? এখনও আসেনি?

হঠাৎ। আনন্দবাজারকেই দরকার? আমাদের কাউকে দিয়ে হবে না?

ইত্যাদি। না-না হবে না কেন, হবে—যদি ওর মত অভিজ্ঞতা থাকে।

লটকা। বেশী পিঁয়াজি না করে আস্‌লি কথাটা একটু খোল্‌সা করে ছাড়োনা দাদা। আমরা আবার শ্লা বুদ্ধি খরচ করতে পারি না।

ইত্যাদি। প্রেমের ব্যাপারে আনন্দর অনেক জ্ঞান-ট্যান আছে।

লটকা। আমাদের বস্ কি কিছু কমতি আছে নাকি?

জুলফি। দাদা দেখতেই রুক্ষুসুক্ষু—ভিতরে প্রেমের রস টগবগ করে ফুটছে।

ইত্যাদি। তাই নাকি! ও বাবা—ওর মধ্যে এত গুণ আছে—তা তো জানতাম না।

জুলফি। জানবে কি করে দাদা, একি আনন্দ। যে বাজারে ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে। আসলি গুনী লোক·· শ্লা নারকেলের মত—ছোপড়া ছাড়াও মাল বেরোবে।

লটকা। কাজটা কি করতে হবে ঝটপট বলো—তারপর দেখছি।

ইত্যাদি। তেমন কিছু নয়। আমার পরবর্তী নাটকটা হচ্ছে পুরো-পুরি প্রেমের—মানে একদম রসকদম্ব। অথচ এই ব্যাপারে আমার মাথায় রস কিছু কম ঢোকে।

লটকা। নাটকটার কি নাম দিয়ছো?

ইত্যাদি। রাধা তুমি জলে নেমো না।

লটকা। ঠিক আছে। আমরা তোমাকে হেলপ্ করতে পারি। কিন্তু নাটকটা এমন লিখতে হবে যাতে আনন্দ-টানন্দ ল্যাং খেয়ে বিশ হাত দূরে ছিটকে পড়ে।

জুলফি। বরং স্টেজেই যাতে নায়ককে প্যাঁদানি দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়—দর্শক ভাববে ওরিজিন্যাল এ্যাক্টিং।

ইত্যাদি। এ আর বেশী কথা কি! কলম তো আমার হাতে—যা ইচ্ছে তাই করে দোবো।···হঠাৎ, তুমি তাহলে কাল থেকে আমার দোকানে যাচ্ছো?

হঠাৎ। এ্যাঁ! আমায় কিছু বলছেন?

ইত্যাদি। বলছি, কাল ভাতটাত খেয়েই আমার ওখানে যাচ্ছো তো?

হঠাৎ। প্রথম প্রথম আমার যাওয়ার কোন দরকার নেই—জুলফি আর লটকাতেই যথেষ্ট। কোন বিঘ্ন উপস্থিত হলে আমার পরামর্শ নেবে—সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করে দেবো।

ইত্যাদি। তোমরা আমাকে বাঁচালে। আনন্দ আমাকে শুধুই ঘুরিয়ে মারছিল।···বলে এখন নয় সন্ধ্যেবেলা, সন্ধেবেলা গেলে বলে—সময় নেই কালকে যাবো। যদিও বা একদিন যায়—যতক্ষণ দোকানে বসে থাকে—নলেন গুড়ের সন্দেশ খায়।

লটকা। শালার যেন বাপের ব্যাংক!

ইত্যাদি। খ্যাখোনা—গজা কিংবা জিলিপি খেতে দিলে বলবে ওসব ধাতে সয়না—চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে। রাজভোগ চাই—সন্দেশ চাই—আমাকেও তাই খাওয়াতে হয়।

লটকা। আমরা শ্লা শোষিত প্রেমিক—আমাদের আলুর চপ মুড়ি খাইও তাতেই হবে—কি বলিস বে জুলফি?

জুলফি। তাতেই শ্লা বগ বগ খুশী।

ইত্যাদি। তোমরা বেঁচে থাকো যদ্দিন ইচ্ছে। আমি যাই, তোমাদের জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করি।

[ইত্যাদি প্রস্থানোদ্যত হলে জুলফি ডাকে।]

জুলফি। শোন—চায়ে একটু লেবু মেরে দিও।

ইত্যাদি। এ্যাঁ—হ্যাঁ হ্যাঁ দোবো—লেবু নিংড়ে দোবো।

[দ্রুত প্রস্থান]

লটকা। এটা শ্লা একটা কাজের কাজ হলো। ইত্যাদির দোকানটা ঘাঁটি করতে পারলে—

জুলফি। তা তো হলো—কিন্তু ইত্যাদিদাকে রোমান্টিক ডায়লগ দিবি কোথেকে?···মাথায় কিছু আসছে?

লটকা। সে-শ্লা ম্যানেজ হয়ে যাবে।

জুলফি। কি করে হবে বে। আমার পক্ষে তো ইমপসিবল্!···আচ্ছা—কলেজলাইফে তুই তো একটা মেয়ের সঙ্গে কিছুদিন ব্যালকনি-ফাই করেছিলি—তখন কিছু গ্যাদার করিসনি?

লটকা। সে কি আর মনে আছে বে, কণ্ঠে তো মা সরস্বতীর রিজার্ভেসন নেই যে পুরনো ডায়লগ উঠে আসবে!

[স্বাবলম্বীর প্রবেশ]

স্বাবলম্বী। কি ব্যাপার—আর সব কোথায়?

হঠাৎ। এখনো তো মহলার দেরী আছে—তাই আমরা কেবলই কালক্ষয় করছি।

স্বাবলম্বী। ভেবেছিলাম আজ একটু রিহার্সালটা দেখবো। তা—তোমাদের কী আলোচনা হচ্ছিল?

জুলফি। তিনটি কক্ষচ্যুত তারকা একজায়গায় হলে যে আলোচনা হতে পারে তাই।

স্বাবলম্বী। আই সী—

লটকা। আচ্ছা গুরু—চুমকি কোথায় থাকে বলতে পার? কিছুতেই ফলো করতে পারছি না।

স্বাবলম্বী। তোমরাও শুরু করে দিয়েছ? ও' কিন্তু খুব ফসফরাস, ডেঞ্জারাস মেয়ে। বেশী ফলোটলো কোরো না। আমাকেই নাকানি-চোবানি খাওয়াচ্ছে, তোমরা তো শিশু।

[দ্রুত প্রস্থান।]

লটকা। কথাটা গুরু মিথ্যে বলেনি বে। ওর পিছনে না ছোটাই ভালো। জানবি, যে মেয়ের জিওগ্রাফি ভালো তার শ্লা হিস্ট্রী ভালো হতে পারে না—ঠিক ফাঁসিয়ে দেবে।···কিন্তু গুরু নাকানি চোবানি খাচ্ছে এটা কী কেস্?

জুলফি। জণ্ডিস। ও'সব কলকব্জার ব্যাপার, ঠিক বুঝতে গেলে চলে না।···এসো বস—পোস্টারটা অর্ডার দিয়ে আসি।

[তিনজনের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি হিসেবের খাতানিয়ে রোমিওর প্রবেশ—পিছনেই আনন্দবাজার।]

রোমিও। সারাদিনটা তাগাদা দিতে দিতেই শেষ হয়ে গেল। ধার নেওয়ার বেলায় পায়ের ধুলো চাটতে বললেও দেরী করবে না। আর সময়মত টাকাটা চাইতে যাও—যেন কত অচেনা। মনে হয় আমাকে কোনদিন দেখেনি। যদিও চিনতে পারে, শুরু হয়ে যায় নাকে কান্না—'কিছু মনে করবেন না মিস্টার বটব্যাল, ভেজাল জিনিস খেয়ে খেয়ে স্মৃতি শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। টাকা! টাকার জন্যে ভাববেন না—আপনার টাকা না দিয়ে কি আমি অন্য কোথাও চলে যাবো? ছিছি তাহলে যে আমার কর্পোরেশনেও স্থান হবে না!' আরে বাবা—কে তোদের কাছে আসল টাকাটা চাইছে—সুদটাই দে।

আনন্দবাজার। রোমিও, তোমার পার্ট তৈরী হয়ে গেছে?

রোমিও। লোপাট হয়ে গেছে। বলে এক পয়সাও সুদ আদায় হচ্ছে না—আবার নাটক!

আনন্দবাজার। যা বলেছো—আমি চুমকিকে কিছুতেই বোঝাতে পারছি না।

[চুমকির প্রবেশ। রোমিও দাঁড়িয়ে পড়ে।]

চুমকি। আনন্দ—কখন থেকে তোমায় খুঁজছি, কোথায় যে থাকো ভাল্লাগে না!

রোমিও। আমি একটু ঘুরে আসছি।

[রোমিও প্রায় দৌড়ে বাইরে যায়—তা দেখে চুমকি হেসে ওঠে।]

চুমকি। রোমিওদা, রোমিওদা শোনো—কথা আছে।

আনন্দবাজার। কী ব্যাপার এত হাসি কেন?

চুমকি। তোমার এই বন্ধুটিকে দেখে। এখানে এক একজন একেক রকমের। মনে হয় কেউ ফর্মূলার বাইরে যেতে পারে না।

আনন্দবাজার। আমাকে দেখেও কি তোমার তাই মনে হয়?

চুমকি। তোমার কথা অবশ্য আলাদা। তুমি হলে আমার সুইট্ হার্ট—তোমাকে কি আমি ওদের দলে ফেলতে পারি!

আনন্দবাজার। তুমি আমার অফ্‌সীজনের বন্যা।

চুমকি। হঠাৎ, এত কাব্যের জোয়ার?

আনন্দবাজার। তোমাকে কাছে পেয়ে।

চুমকি। সিলি।

আনন্দবাজার। আমি এখানে এসেছি—তুমি জানলে কি করে?

চুমকি। মিস্টার ব্যানার্জী বললেন।

আনন্দবাজার। মিষ্টির দোকানে বসে দেখছি সব লক্ষ্য করে—ঘুঘু লোক!

চুমকি। চলো, একটু ঘুরে আসি।

আনন্দবাজার। কোথায়?

চুমকি। আউট্রামঘাট—না, মিন্টোপার্ক।

আনন্দবাজার। আহা—নারকেলগাছের ছায়া। কিন্তু এদিকে যে রিহার্সাল শুরু হয়ে যাবে।

চুমকি। চলতো—রিহার্সাল দিয়ে কে কবে বড়লোক হয়েছে—যত সব বোকা-বোকা ব্যাপার।

আনন্দবাজার। তা বটে। তবু আমি চাই না—তোমাকে ছেড়ে থাকতে।

চুমকি। তার মানে!

আনন্দবাজার। রিহার্সালে না এলে অতএবদা আমাকে আউট করে দেবে—তখন তুমি কোথায় আর আমি কোথায়!

চুমকি। একজায়গাতেই থাকবো। যাও—ট্যাক্সি ডাকো।

[...আনন্দবাজার ট্যাক্সি ডাকতে বেরিয়ে গেলে চুমকি কথাগুলো নিজে নিজেই বলে]

—আনন্দ বড়লোকের ছেলে, মেয়েদের পিছনে টাকা ওড়াতে ভালোবাসে। ও ভাবছে, আমি ওকে ভালোবাসি। যেদিন ও বুঝতে পারবে আমি রিসার্চের খাতিরে প্রেম করছি—

[আনন্দবাজার প্রবেশ করে]

আনন্দবাজার। চুমকি, ট্যাক্সি এসে গেছে!

চুমকি। ও, নাইস্!...কামন্ ডার্লিং।

[ওরা চলে যায়। আলো নেভে।]

গোরুরগাড়ির হেডলাইট

● চতুর্থ দৃশ্য ●

[মহলাকক্ষ]

[মঞ্চে একা অতএব ঘুরছে, ঘড়ি দেখছে। গলায় বায়নোকুলার ঝুলছে। তারপর—একে একে ইত্যাদি, উত্তমবাক, হঠাৎ, আনন্দবাজার, জুলফি প্রবেশ করে।]

অতএব। আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি—এর মধ্যে সবাই আসে ভালো, নইলে রিহার্সাল বন্ধ করে দেবো—উইল স্টপ্ রিহার্সাল! অভিনয়ের দিন এগিয়ে আসছে—এখন এমন অবহেলা করার মধ্যে কোন যুক্তি নেই—নেগ্লেক্টিং নো লজিক।

ইত্যাদি। চুমকি এত দেরী করছে কেন বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ। বলেন তো, জুলফিকে পাঠিয়ে খবর আনতে পারি—যদি পথের মধ্যে অবলা নারীর কোন বিপদ ঘটে থাকে।

অতএব। বিপদ কিছু হবে না—সঙ্গে মিলিটারির লোক আছে—নো ডেন্জার, হ্যাজ্ মিলিটারিম্যান।

জুলফি। দাসানুদাস চন্দ্রবদন রায় বি. এ. কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ! শ্লা ভগবান যে আশমানের কোন ফুটো দিয়ে বাছাধনকে টপ্কে দিয়েছিল?

অতএব। বাবা জুলফি—

জুলফি। ফরমাইয়ে ডিরেক্টারসাব।

অতএব। তোমার জোড়াটি কোথায়? তারই বা এত দেরী হওয়ার কারণ কি? হোয়াই সো লেট ইওর পেয়ার?

উত্তমবাক। কোথায় কোন কু—কু—কু—

আনন্দবাজার। সে কি কোকিল নাকি মশায় যে কু কু—আমার মনে হয়—, যদি অনুমতি দেন চুমকিদেবীকে ডেকে আনি।

হঠাৎ। তোমার কি ঠিকানা জানা আছে যে তুমি ডেকে আনবে?

আনন্দবাজার। লোককে জিগ্যেস করে করে চলে যাবো।

জুলফি। খুঁজে খুঁজে আনন্দদা ঠিক বার করবে—মন চাহে কি তসবীর খিঁচ লু আপকী!

আনন্দবাজার। তোমাদের এই মেঠো ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না।

জুলফি। এটা তুমি রাগের কথা বললে মাইরি!

ইত্যাদি। ঐ তো ওরা এসে গেছে। চমচম লেডিকেনি সঙ্গে প্যাঁড়া।

[চন্দ্রবদন চুমকিকে গার্ড দিয়ে ঢোকে। পিছনে পিছনে লটকা প্রবেশ করেই জুলফির সঙ্গে হাসাহাসি করে।]

অতএব। শোনো, আজ শেষবারের মত বলছি—টু ডে লাস্ট টাইম টেলিং—এরকম দেরী করে রিহার্সালে এলে আমি বই বন্ধ করে দোব—উইল স্টপ্ বুক।...বাবা লটকা নিজের জায়গায় বোস—সিট ইওর ওন্ প্লেস। আসতে না আসতেই কী হিহি করছো?

লটকা। আর বোলো না মাইরি ডিরেক্টরসাব, আজ এক ভদ্রমহিলা

এসেছিলেন নায়িকা হওয়ার জন্যে। উরিশ্লা, একটা ডবল্ ডেকার গাড়ী, যেমন কালো তেমনি মোটা—আর পড়বি তো পড়, আমার সামনেই!

অতএব। তা তুমি কি বললে? হোয়াট্ ইউ স্যে?

লটকা। বললাম—ইত্যাদিদার দোকানে বুঁদিয়া খাবেন—গায়ের কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে, ফিগার লতিয়ে যাবে—তবেই না শ্রীদেবী।

জুলফি। তোর ওরকম করা উচিত হয়নি। কি করবে বল্—ভগবান নিশ্চয় ওকে নিজের হাতে টাচ্ করেনি, কনট্রাক্টার দিয়ে তৈরী করিয়ে বাজারে ছেড়ে দিয়েছে। তা যাওয়ার সময় কিছু বলে যায় নি?

লটকা। যায় নি আবার! বলে গেছে—আমার নাম সারেগামা ব্যানার্জী।

জুলফি। সারেগামা—[redacted]।

[লটকা জুলফির হাসাহাসি এবং কথোপকথন উত্তুঙ্গ হয়।]

অতএব। হল্ট্।

লটকা। বলেছে আমি কুমারী সারেগামা ব্যানার্জী, ফ্রক-পরা থেকে প্র্যাকটিস করে আসছি কী করে নায়িকা হতে হয়—আর আজ পিছিয়ে যাব? না-না সারা কুমার বংশ যদি ধ্বংস করতে না পারি আমি আর স্নো-পাউডার মাখবো না, ফল্স্ চুল পরবো না।

জুলফি। উরিশ্লা! এ যে চাণক্যের ফিমেল্ এডিসন্ বে!

ইত্যাদি। দ্যাখো, তোমরা এভাবে গোলমাল করলে তো কারবার চলতে পারে না।

লটকা। আমরা চুপ করলাম—কারবার চালাও।

ইত্যাদি। কোত্থেকে শুরু করবো?

অতএব। শেষ অংকের প্রথম দৃশ্য—লাস্ট এ্যাক্ট অফ্ ফার্স্ট সিন। স্থান—পাতাল রেলের টিউব। নায়িকা একা দাঁড়িয়ে আছে—হিরোইন এ্যালোন—তার গান গাইতে ইচ্ছে হলো—হিজ লাইক ইজ সিঙ্গিং—

জুলফি। এ্যাই গুরু—আমি চোতা মেরে পাস্ করিনি, তোমার একটা ভুল ধরেছি!

অতএব। কিসের ভুল? হোয়াট্ রং?

জুলফি। নায়িকা, মানে মেয়েছেলে তো? তুমি বললে—হিজ-লাইক; ওটা হার্ লাইক হবে।

অতএব। দ্যাখো জুলফি, ইংরেজি হলো গভীর সমুদ্র—সবাই তার তলদেশে পৌঁছতে পারে না—ডু নট্ রীচ্ অল ম্যান দেয়ার—মহিলা যখন পুরুষের থেকে বেশী ক্ষমতা অর্জন করে তখন তার বেলায় 'হিজ' বসালে কোন ক্ষতি হয় না।

[চুমকি মঞ্চের সামনে মধ্যবিন্দুতে এসে দাঁড়ায়।]

রেডি, স্টার্ট, এ্যাক্সন—

চুমকি। [গান ধরে]

মনরে রসের কাজ জানো না।
এমন ফাঁকা টিউব রইলো পড়ে
কেউ করে না গবেষণা।
মনরে রসের—

হঠাৎ। দ্যাখো ইত্যাদিদা—অনেকদিন ধরে বলবো ভাবছি, কিন্তু সুযোগ পাইনি, এটা তোমার কী ধরনের গান? গানটা কি বাদ দেওয়া সম্ভব নয়?

ইত্যাদি। কি করে বাদ দিই বলো—স্বরচিত রামপ্রসাদী সংগীত—তাই গানটার ওপর বড্ড মায়া পড়ে গেছে।

অতএব। তোমরা মাঝে মাঝে এমন কথা তোলো—এতে রিহার্সাল হ্যাম্পার করে।

উত্তমবাক। ফোর্স নষ্ট হয়ে যায়। গাও—মনরে রসের—

চুমকি। [গান]

এমন ফাঁকা টিউব রইলো পড়ে
কেউ করে না গবেষণা।
আজি আঁধার রাতে মিলবো মোরা
কেউ তাহাকে খবর দে না—

উত্তমবাক। আরে, বইটা ধরো।

অতএব। আরে এই—বই ধরার কি হলো? এখনও পার্ট তৈরী হয়নি? নট্ প্রিপেয়ার পার্ট?

উত্তমবাক। সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু ইত্যাদিদা তার কাজ করবে না কেন?

অতএব। ঠিক কথা। (ইত্যাদিকে) এই যে—আপনি কি ঘুমোবার জন্য এসেছেন? ইউ কাম্ ফর স্লিপিং?

ইত্যাদি। না, কাল রাত আড়াইটা পর্যন্ত আড়াই হাজার রসগোল্লা তৈরী করেছি তো! তাছাড়া চুমকি এমন দরদ দিয়ে গানটা গাইলো—আমি একেবারে আনন্দে চারখানা হয়ে গেছি।

অতএব। না-না, আনন্দে চারখানাই হন—আর চাচ্চারে ষোলখানাই হন—পরে হবেন—এখন প্রম্পট্ করুন। ডু প্রম্পট্।

ইত্যাদি। অন্যায় হয়ে গেছে। নাও বলে যাও—রাজকুমারী—

উত্তমবাক। রা-রা-রাজকুমারী।

অতএব। আর একবার।

উত্তমবাক। রা-জ-কুমারী!

অতএব। আঃ—তোৎলামিটা একটু কম কর।

উত্তমবাক। রা-জকুমারী।

অতএব। এখন হবে না—পরে বাড়ীতে বসে চেষ্টা কোরো। সিটিং ট্রাই ইওর রুম।

উত্তমবাক। রাজকুমারী আপনার বাপ্ অন্দরে ডাকছেন।

আনন্দবাজার। নাটকে কি 'বাপ্' লেখা আছে?

উত্তমবাক। ডিস্টার্ব করো না—যা বলছি নাটক থেকে বলছি। তোমাদের মত কথায় কথায় আমি বাই মারি না।

[আবার বাধা—মহলা বন্ধ। সকলে এদিক-ওদিক কথাবার্তা চালায়।]

আনন্দবাজার। কিন্তু বাপ্ শব্দটি শুনতে খারাপ লাগছে—কি বলেন চুমকিদেবী?

হঠাৎ। চুমকিদেবীকে সাক্ষী মানতে হবে না আনন্দ।···চাকরের মুখে পিতা বা বাবা শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার আগে বাপ্ কথাটি এসে যায়।

ইত্যাদি। হঠাৎ-এর দেখছি বাস্তবিক জ্ঞান আছে।

হঠাৎ। জ্ঞান না থাকলে—অজ্ঞানের মত কথা বলতে যাওয়ায় হয়তো বাহাদুরি আছে, বুদ্ধিমত্তা নেই।

উত্তমবাক। দয়া করে তোমরা থামো।···রাজকুমারী দেরী করবেন না—তাড়াতাড়ি চলুন।

চুমকি। আমি এখানে আছি—তুই কি করে জানলি?

উত্তমবাক। পাড়ার মোড়ে চায়ের দোকানে জিগ্যেস্ করতেই একটা ছেলে বললো, আপনি টিউবে ঢুকে পড়ুন।

চুমকি। কী সাংঘাতিক!

উত্তমবাক। হ্যাঁ—তারও নাকি এই জায়গায় আসার কথা ছিল।

চুমকি। সকলেই এখানে আসে কেন?

উত্তমবাক। রেল চলাচল শুরু হয়ে গেছে তো···আর কেউ আসবে না রাজকুমারী।

চুমকি। পিতা আমাকে কিজন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন বলতে পারিস বকোদর?

উত্তমবাক। তা তো ঠিক জানি না আজ্ঞে।

চুমকি। তুই পিতার সামনে কাউকে বসে থাকতে দেখে এলি?

উত্তমবাক। কতজন বসে রয়েছেন।

চুমকি। সকলকে তুই চিনিস?

অতএব। চুমকি—এখানে কথাটা বেশ একটু খেলিয়ে বলবে—উইল টেল্, প্লেয়িং।

চুমকি। সকলকে তুই চিনি—স?

অতএব। কারেক্ট।

উত্তমবাক। আজ্ঞে না চেনার কী আছে! সম্রাট অশোক এয়েচেন,

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এয়েচেন, গৌতম বুদ্ধ এয়েচেন, বদমাস ঔরঙজেব এয়েচে, নবাব সি—সি—

চুমকি। সিরাজ এসেছে! জানি, সিরাজ না এসে থাকতে পারবে না। আমাকে কথা দিয়েছিল, তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো—আমি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হবো। আচ্ছা বকোদর, বলতে পারিস—সিরাজ সঙ্গে কী এনেছে?

উত্তমবাক। এক চুপড়ি আমড়া, এক রিক্সা তেঁতুল আর এক ধামা আলুর দম।

চুমকি। দেখেছিস, দেখেছিস বকোদর, সিরাজ আমাকে কতখানি ভালোবাসে! আমি যা যা খেতে ভালোবাসি, ও তা-ই এনেছে।

উত্তমবাক। কেন রাজকুমারী, শ্রীকৃষ্ণ একটু দুষ্টুমি করে বটে—কিন্তু ভালো ভালো খাবার তো আনে—গাঙ্গুরামের রসগোল্লা, কৃষ্ণনগরের সরভাজা, মথুরার দই—

চুমকি। ওই! ওই পর্যন্ত। কেন আনতো সে-তোর মাথায় ঢুকবে না। তার ভালোবাসা হচ্ছে বাতাসার মত ক্ষণভঙ্গুর—এই আছে এই নেই।

উত্তমবাক। যা-ই বলেন রাজকুমারী শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বাঁশী বাজায় খুব ভালো।

চুমকি। জ্বলে গেল। কেন বাঁশী বাজায় সে-ও তুই বুঝতে পারবি না বান্দা। আমার কানু আমাকে বিদ্রোহ করেছে। [সম্ভব হলে চুমকি কেঁদে ফেলবে।]

উত্তমবাক। তুমি, কান্‌চো দিদিমণি?

অতএব। ওরে বাবারে—'কান্‌চো' নয়, বলো কাঁদচো—দ, দ।
উত্তমবাক। বলার সময় তো সবাই কান্‌চো বলি।
অতএব। তা হতে পারে। এটা পৌরাণিক কান্না বাবা—মাইথোলজিক্যাল ক্রাই—ডোণ্ট্ ডিনাই।
উত্তমবাক। ঠিক আছে।
অতএব। আর দিদিমণি বোলো না, বলবে রাজকুমারী—নট্ দিদিমণি টেল্ রাজকুমারী।
উত্তমবাক। বারবার রাজকুমারী বলার চেয়ে একবার দিদিমণি বললে ক্ষতিটা কি বুঝতে পারছি না।
অতএব। প্রচুর ক্ষতি, পরে বুঝবে। হেভি লস্, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড নেক্সট্।
হঠাৎ। পরিচালক যা বলছে শুনে চলাই তোমার কর্তব্য। মহলায় ব্যাঘাত ঘটিও না।
উত্তমবাক। উত্তম, তবে তাই হোক্। তুমি কাঁদচো রাজকুমারী, শুধু শুধুই কাঁদচো, আর উদিকে সীতা ঠাকরুণ রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে হাসতে হাসতে বনে চলে গেল।
হঠাৎ। ছ্যাখো ইত্যাদিদা—
ইত্যাদি। আবার কি হলো?
হঠাৎ। আমাকে যদি একটা জিনিস বুঝিয়ে দাও, তাহলে এ-বান্দা আমরণ কৃতজ্ঞ ও বাধিত থাকবে। তুমি নাটক লিখেছ সামাজিক, কিন্তু তাতে সম্রাট অশোকই বা আসে কোথেকে আর সিরাজদ্দৌলাই বা প্রবেশ করে কোন্ পথে?
ইত্যাদি। হ্যাঁ-হ্যাঁ—তবু তো মন্দিরের চাতালে তারকেশ্বরের মোহান্ত

এলোকেশীর সঙ্গে প্রেম করছে—আসেই নি।...সমাজ কাকে বলে জানো—?
হঠাৎ। ও আবার না জানার কি আছে?
জুলফি। শ্লা সমাজের জন্যেই তো যত বাগড়া!
লটকা। জুলফি যত ইনটুসিনটু করেছে, সব যদি ম্যাচিওর করতো—সে প্রেমের শ্লা ইতিহাস তৈরী হয়ে যেতো।
অতএব। আঃ—একটু ফাঁকা পেয়েছো—অমনি শুরু করে দিয়েছো—গেটিং ফ্রী ইউ স্টার্টেড্?
ইত্যাদি। সমাজ কাকে বলে যদি জেনে থাকো, তবে অশোকের আমলে সমাজ নিয়ে যে নাটক লেখা হবে সেটা কেন সামাজিক হবে না—আমাকে বুঝিয়ে দাও।
হঠাৎ। কিন্তু লোকে যে বলে পৌরাণিক ঐতিহাসিক—
ইত্যাদি। তারা ভুল বলে।
হঠাৎ। ভুল বলে!
ইত্যাদি। নিশ্চয়। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বলে কিছু নেই—সবই আধুনিক।
হঠাৎ। বেশ, তোমার কথা আমি নতমস্তকে স্বীকার করলাম। কিন্তু আমাকে বুঝিয়ে দাও, অশোক বুদ্ধদেব সিরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং কোন এক রাজকুমারী—এ নামগুলো পাশাপাশি বসিয়েছো, কেন? আমি বলতে চাই এরা একই কালের মধ্যে এলো কি ক'রে?
উত্তমবাক। মাথা মোটা।...আমি তোমাকে জলের মত বুঝিয়ে দিচ্ছি।
হঠাৎ। বুঝিয়ে দাও।

উত্তমবাক। ইত্যাদিদা যে নামগুলো ইউজ্‌ করেছে সেগুলো কি আজকালকার কারও নাম হতে পারে না ?

হঠাৎ। অবশ্যই হতে পারে।

উত্তমবাক। তাহলে আমরা ভাবছি না কেন ঐ নামগুলো সব আজকের দিনের ?

হঠাৎ। এটা সম্ভবত বোধ হয় একটা যুক্তি হলেও হতে পারে।

অতএব। বাবা হঠাৎ—তোমাদের এই কচকচি থামবে, না, আমি চলে যাবো ! ইওর চ্যাটারিং স্টপ——নট্‌ আই গো !

জুলফি। কভি নেহী। চুমকিদি মোশান নাও।

ইত্যাদি। কোত্থেকে হবে ?

অতএব। ফ্রম 'হাসতে হাসতে বনে চলে গেল'।

চুমকি। সীতা বনে চলে গেল ! তাই নাকি, যাক্‌গে। আচ্ছা বকোদর, তুই এক কাজ করতে পারবি ?

অতএব। আজ্ঞা করুন রাজকুমারী।

চুমকি। তুই যদি সিরাজকে এখানে চুপিচুপি ডেকে আনতে পারিস—তাহলে তোকে ছুটো সিলিং দেবো, তুই পিক্‌চার দেখবি।

উত্তমবাক। নিশ্চয় পারবো।

চুমকি। আর শোন, ঔরঙ্গজেব যেন টের না পায় ?

[উত্তম নিজের জায়গায় বসে। চন্দ্রবদন বুক চিতিয়ে চুমকির দিকে হেঁটে যায়—অতএব এই প্রবেশ নাকচ করে দেয়।]

অতএব। না-না চন্দ্রবদনবাবু, আপনার প্রবেশ ঠিক হোলো না—ইওর এনট্রি নট কারেক্ট। আপনি আগে টিউবের চারদিকটা

ভালো করে দেখে নিন—তারপর রাজকুমারীর দিকে এগিয়ে যান—জাস্ট সী ফোর সাইড টিউব, দেন প্রসিড রাজকুমারী।···কী-ই-ঠিক আছে ?

চন্দ্রবদন। রাজকুমারী নাগরদোলা—

চুমকি। কে-এ ! আপনাকে তো চিনতে পারলাম না !

চন্দ্রবদন। আমি কঙ্কনদেশের ব্রাহ্মণ। নাম, কুষ্মাণ্ডকুলতিলক। আপাতত কাছেই থাকি।

চুমকি। ব্রাহ্মণ ! প্রণাম গ্রহণ করুন। বলুন, কি অভিপ্রায়ে অভাগীর কাছে এই নির্জন টিউবে আপনার আগমন ?

চন্দ্রবদন। চির আয়ুষ্মতী হও।···আমি তেমন ব্রাহ্মণ নই, যারা মুরগীর ঠ্যাং অক্লেশে দন্তমধ্যে প্রবেশ করাইয়া—

অতএব। দিলোরে বারোটা বাজিয়ে। ওঃ, আপনাকে সাধুভাষা কে বলতে বললো ! বলুন, দাঁতের মধ্যে ঢুকিয়ে—

চন্দ্রবদন। বড়ই পরিশ্রম হইতেছে।···হ্যাঁ কোথায় যেন বলছিলাম··· আমি তেমন ব্রাহ্মণ নই—

[এই পর্যন্ত বলে ডানদিকে স্মারককে খোঁজে—ইত্যাদি এগিয়ে আসে।]

যারা মুরগীর ঠ্যাং অক্লেশে দাঁতের মধ্যে ঢুকিয়ে দারুণ আনন্দ পায় !

চুমকি। আবার আপনি প্রণাম গ্রহণ করুন।

চন্দ্রবদন। আচ্ছা—কঙ্কনদেশের ব্রাহ্মণ তো সহজেই সাধুভাষা বলিতে পারে !

অতএব। না—পারে না। আপনি শেষ করুন।

চন্দ্রবদন। হ্যাঁ—আমি তেমন ব্রাহ্মণ নই, যারা গলায় পৈতে ঝোলায় বটে কিন্তু বেশীদিন ভারবহন করতে পারে না।

চুমকি। অহো, আমি ধন্য।

চন্দ্রবদন। তুমি যদি আমার ভাঙ্গা বাড়ীতে যাও, তাহলে তুমি যে সুখ যে শান্তি ভোগ করতে পারবে, তা আর কোথাও…পাবে বলে মনে হয় না চন্দ্রপুলি!

[আবেগে আপ্লুত চন্দ্রবদন কী যেন কল্পনা করে—কিন্তু!]

চুমকি। এ আর এমন কথা কি ব্রাহ্মণ! এখুনি সিরাজ এখানে আসবে, সে যদি এই পুণ্যবিবাহে মত দেয় আমি হাসিমুখে আপনার সঙ্গে সাইকেলে চেপে যাত্রা করবো। ঐ তো সিরাজ আসছে!

[দেখা যায় সিরাজরূপী আনন্দবাজার বসবার জায়গায় দাঁড়িয়ে…যেন ঘোড়া চালিয়ে আসছে।]

চন্দ্রবদন। তবে যাই—খিড়কিতে অপেক্ষা করি। [বসে পড়ে।]

আনন্দবাজার। (লাফিয়ে পড়ে) কই! কোথায় আমার দুখ জাগানিয়া কলকে ফুলের মধু!

চুমকি। সিরাজ!

আনন্দবাজার। বল সখি, কী কারণে অভাগারে ডাকিয়াছ নির্জন টিউবে?

চুমকি। এতদিন কোথায় ছিলে গো?…সিরাজ, আর কতদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে সিরাজ?

আনন্দবাজার। আর বেশীদিন নয় নাগরদোলা—আমি আলাউদ্দিন-

কে কথা দিয়েছি, ক'দিন তার রাজত্ব চালিয়ে দিয়ে আসবো, তারপর—

চুমকি। কেন, ঠাকুরপোর কি হলো?

উত্তমবাক। (থামিয়ে দেয়) কাট্। এই ঠাকুরপোটা কিন্তু বিশ্রী শোনাচ্ছে, বিয়ের আগে এরকম একটা সম্বোধন—

অতএব। কাট্। করবে। ওই সম্বোধনই করবে।

উত্তমবাক। করুক। করো বাবা করো।

আনন্দবাজার। আলাউদ্দিনের দিনকয়েক হলো ম্যালেরিয়া হয়েছে। জানো দোলা—আমি চট্টগ্রামে নজরুল সরণির বাড়ীতে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যাস্ত দেখতাম। দেখতাম—বুঁদিয়ার মত লাল পথ বেয়ে তুমি নেমে আসছো আমার বুকের ব্র্যাকেটে।

চুমকি। গায়ে হাত দিয়ে বলো সিরাজ, তুমি আমার কথা ভাবতে!

[চুমকি কাঁদে, আনন্দবাজার চুমকির চিবুক তুলে ধরে।]

আনন্দবাজার। এ কি! তুমি কাঁদছো দোলা—ছিঃ—!

[ওদের রোমান্টিক অবস্থা দেখে জুলফি বিকট জোরে গান ধরে। কে কোথায় ছিটকে পড়ে। লটকা গীটার বাজিয়ে চলেছে।]

জুলফি। নাচ্ মেরী জান, ফটাফট্…

এ জমানা, এ তরানা
দেখো ফটাফট্
কভি ম্যয় তুঝে ছুঁঙ্গা
কভি তুম মুঝে ছু না—
মুঝে ছুঁ, মুঝে ছুঁ—

অতএব। এ-ই মুঝে ছুঁ! স্টপ্! হোয়াট? হোয়াই?…ইউ লট্‌কা—কী হচ্ছে কি! হু দি ডিরেক্টার?

লটকা। যা শ্লা! রোমান্টিক সীনের ফরেন মিউজিকটা পছন্দ হলো না?

অতএব। না—নোঃ! আনন্দ স্টার্ট!

[অতএব পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে আনন্দবাজারকে দেখতে পায় না। সে বেঞ্চির তলায় শুয়ে।]

অতএব। একি! আনন্দ, কোথায় গেল?

আনন্দবাজার। এই যে এখানে!

অতএব। আঃ—ওখানে কি করছো? উঠে এসো। রেডি এ্যাকশান্।

আনন্দবাজর। বিশ্বাস করো দোলা, তোমার সঙ্গে আমার কোনরকম ভুল বোঝাবুঝি নেই।

চুমকি। তাহলে চলো, আজ আমাকে ভেলপুরী খাওয়াবে।

আনন্দবাজার। ও, এই কথা! আগে বলবে তো—কাম অন্—!

হঠাৎ। একি সিরাজ, তুমি এখানে! তাই তো বলি উজবুক তুমি রাজসভা ছেড়ে গেলে কোথায়! তুমি ঘুঘু দেখেছ কিন্তু ঘুঘুর ফাঁদ দেখনি বেয়াদপ—তোমাকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় ঔরঙজীবের তা জানা আছে।…তুঁপে—এই পানতুয়াকে আমার ঘোড়ার গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তোল্। গুঁপে—তুই সিরাজকে ওর বাড়ীর গলিটা চিনিয়ে দিয়ে আয়, যেন ভুলেও আর কোনদিন ঔরঙজীবের এক্তিয়ারে পা বাড়াতে সাহস না করে!

জুলফি। চল্ বে শ্বশুর কা বেটা।

ইত্যাদি। এখানে আছে—চল্ শালা।

জুলফি। জানি বে জানি। আমি শ্লা কারেন্ট ডায়লগ হড়কাচ্ছি।

ইত্যাদি। হড়কাও বাবা।

অতএব। হঠাৎ, এখানে তুমি তোমার যাত্রার কায়দাটা কাজে লাগাতে পারো—ক্যান ডু যাত্রা স্টাইল।

হঠাৎ। কি বলুন তো?

অতএব। তুমি সিরাজ আর দোলার অবস্থা দেখে হো হো করে হেসে উঠবে। জাস্ট সী দি পজিশন সিরাজ এ্যাণ্ড দোলা, দেন লাফ, হো হোঃ—

হঠাৎ। ও—ঠিক আছে—দেখিয়ে দিচ্ছি। যাও—এদের আমার চোখের সামনে থেকে নিয়ে যাও।…তাহলে আজ এই পর্যন্তই থাক্।

অতএব। থা-ক্।…তোমরা একটু কথাবার্তা বলো—আমি মিনিট দশেকের মধ্যে ঘুরে আসছি—কামিং টেন মিনিট ব্যাক। এর পরের দৃশ্যে অর্থাৎ হাওড়া ব্রিজের মাথায় যাদের পার্ট আছে তারা কেউ যেও না—হুজ্ পার্ট হ্যাজ ডোন্ট্ গো।

হঠাৎ। অতএবদা, আমি কিন্তু চুজপ্যান্ট আর পয়েন্টেড্ শ্যু পরবো।

উত্তমবাক। তুমি হাসালে হঠাৎ, তুমি হাসালে। ঔরঙজেব কখনো চ্যুজপ্যান্ট আর প-প—

অতএব। পরবে। চ্যুজ প্যান্টই পরবে। সামাজিক নাটকে কোন ঐতিহাসিক পোশাক চলবে না—নো হিসটরিক্যাল ড্রেস!

উত্তমবাক। পরুক। প-রো…পরো।